ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৮

হেড অফিস :—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ :—

জঙ্গীপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও মেহেরপুর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— এস, কে, রায়।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ— ১৭ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৫১ ইংরাজী 2nd Aug. 1944 | ১২শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৶৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাণ্ডো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫ " ৪২ " " "
প্রিমিয়ামের আয়	১ " ১২ " " "
মোট সংস্থান	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩)—
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ঃ কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫১ সাল

সভ্য নির্ব্বাচন

যে কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্ব্বাচন হয় নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর ভোটের দ্বারা। যাঁর যাঁর ভোট বেশী হয় তাঁরা সভ্য-পদ প্রাপ্ত হন, আর যাঁদের ভোট কম হয় তাঁদের দাঁড়ানই সার হয়, তাঁরা বসিতে পান না। অনেক ক্ষেত্রে কম ভোট পাইয়াও অন্য সম্প্রদায়ের বেশী ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে ডিঙাইয়া অনেককে নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। এই সময়ে একটী পুরাতন প্রবাদ মনে হয়—

"একই চন্দনের ফোটা সর্ব্ব লোকে পরে,
কপাল গুণে ফোটা ঝলমল করে।"

বিদ্যা ও বুদ্ধির মাপ কাঠিতে মাপ করিলে যাঁহাদের উপযুক্ত প্রার্থী বলিয়া মনে হয়, নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহারা সে যোগ্যতা দেখাইয়া নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। তাহার কারণ, নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে যাঁরা ভোট দিবার অধিকারী তাঁদের অনেকেই যোগ্য ও অযোগ্য বিচার করার অযোগ্য। গরীব ভোটারগুলো অনেকে সিন্নিরও লোভ করে আবার কোঁৎকারও ভয় করে। যদিও কে কাকে ভোট দিলেন জানবার উপায় নাই তবুও অশিক্ষিত লোক ভরসা পায় না। ভয় করে পাছে যদি কোনও রকমে অমুক টের পায় তবে সর্ব্বনাশ ক'রে দিবে।

জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন খুব আসন্ন। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে খুব শিক্ষিত লোকদের নির্ব্বাচনই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাতো কোন কালেই হয় না। শিক্ষিত লোক হয় তো সব ভোটারের দ্বারস্থ হইতে পারেন না যদিও পারেন তবুও অধিকাংশ ভোটারের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা নাই। হয়তো বা ভোট আদায়ের কায়দা করণ জানেন না। কাজেই তাঁর বিদ্যা মাঠে মারা যায়। একজন অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে ভোট-প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হ'য়ে ম্লান মুখে বাটীতে প্রবেশ করেন। নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা লোকের আলোচ্য বিষয় থাকার যবনিকা না পড়লে বাড়ীর বাহির হইতে সমীহ বোধ করেন। এই সব যোগ্য ব্যক্তির অযোগ্যের হস্তে পরাজয়ের কষ্ট নিবারক একটী পুরাতন গল্প বলিতেছি শ্রবণ করুন—

এক রাজবাড়ীতে ভীমাকৃতি এক কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়া কুস্তীর আখড়ায় ৫০০৲ টাকার তোড়া রাখিয়া জোর গলায় চীৎকার করিয়া কুস্তি-প্রতিযোগিতায় তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া এই ৫০০৲ টাকার তোড়া লইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল। পালোয়ানের আকার দেখিয়া কেহই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহস করিল না। চিনিবাস নামে রাজবাড়ীর ধোপা রাজা বাহাদুরের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হুজুর আপনার বড় হলের জাজিমখানা ভিজলে যত ওজন হয় এ পালোয়ান তার চেয়ে কি বেশী ভারী হ'বে? রাজা উত্তর করিলেন —না। চিনিবাস বলিল—হুজুর ঐ জাজিম আমি ভিজা অবস্থায় মাথার উপরে তুলিয়া আমার পাটে আছাড় মারি। একেও তেমনি করে আছাড় দিতে পারিব। হুজুর আমাকে কেবল সাহস দিয়া বলিবেন—সাবাস্ রে চিনিবাস! দেখবেন আমার আছাড়ের বহর।

রাজা ও রাজ কর্ম্মচারীরা সাহস দিতে লাগিলেন। চিনিবাস তার চামড়া ঢাকা অস্থি সার দেহ লইয়া আখড়ায় প্রবেশ করিল। পালোয়ান অবাক হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে তাহার মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিয়া নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইল। চারিদিক হইতে "সাবাস্ রে চিনিবাস, সাবাস্ রে চিনিবাস," এই সাহস বাক্য উত্থিত হইতে শুনিয়া চিনিবাস বলিল—পালোয়ানজী আমি মরি তাও তোমার সঙ্গে লড়িয়াই মরিব। পালোয়ানদের রীতি প্রথমে প্রতিযোগীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া পরস্পর পরস্পরকে সেলাম করে। চিনিবাসের কুস্তীর আদব কায়দা কিছুই জানা নাই। পালোয়ান তাদের রীতি অনুসারে যেই চিনিবাসের হাতে হাত দেওয়া চিনিবাস সেলামী টেলামী কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া পালোয়ানের হাত দুখানি ধরিয়া তাহার চির অভ্যস্ত জাজিম কাচার মত পালোয়ানকে মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া এক আছাড় দিয়া চিৎ করিয়া ফেলিল। ৫০০৲ টাকার তোড়া লইয়া আনন্দে রজকিনীকে দিল। বেচারা পালোয়ান ভাবিতেও পারে নাই যে এই কঙ্কালসার ধোবীর কাছে এমনভাবে পরাজিত হইতে হইবে। ভোটের ব্যাপারেও এমনি কত শক্তিমান পালোয়ান এমনি ধোবীর কাছে পরাজিত হইয়া ধোবীর পৃষ্ঠপোষক রাজার দরবারে অপ্রস্তুত হইয়া ফিরেন। তাই বলি, হে শক্তিমান প্রতিযোগী চিনিবাস জাজিম কাচা বীর জাজিমই কাচিবেন, আর তার মুনিবই বলিবে সাবাস্ রে চিনিবাস। লোক সমাজে সে যে ধোবী সেই ধোবী।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৭৭১ খাং ডিঃ সবদর আলি মণ্ডল দিং দেং রেসু সেখ দিং দাবি ৪০৸৵৩ থানা সুতী মৌজে নুরপুর ৸১ জমির কাত ৬।৵৮ আঃ ৩০৲

২০৭ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং দেং নিস্তারিণী দাসী দিং দাবি ৪৯৷৩ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৮১ শতকের কাত ৮৵৩ আঃ ৩০৲ খং ১৫৯ রায়ত স্থিতিবান

২০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং শৈলবালা রায় দাবি ৪৮।৵৩ মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৮৵০ আঃ ৩০৲ খং ১৮১ ঐ স্বত্ব

৪৩১ খাং ডিঃ কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ডিঃ সেবাইত মহান্ত ভগবান দাস দেং পতিতপাবন মণ্ডল দাবি ৪১৩।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ১২-৪ শতকের কাত ৭৩৷৵০ আঃ ১০০৲ খং ৩৬৮

৫৭২ খাং ডিঃ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী দেং কলিমুদ্দিন মণ্ডল দাবি ৩২।৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেখালিপুর ১-৭১ শতকের কাত ৫৵১৬ আঃ ২৫৲ খং ৯৫০ রায়ত স্থিতিবান

৪৫২ খাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ নাথ দেং প্রহ্লাদচন্দ্র দাস দিং দাবি ৪৮৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চক বহালা ৫ ৮৪ শতকের কাত ৯।৵১০ আঃ ২৫৲ খং ৬৪ স্থিতিবান স্বত্ব

৫৬০ খাং ডিঃ প্রবোধকুমার নাথ দেং নুরমহম্মদ সেখ দাবি ১৬৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর রঘুনাথগঞ্জ ২৩ শতকের কাত ১৸৵০ আঃ ১০৲ খং ৩২৬ স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৪৪৭ খাং ডিঃ ওয়াকফ ষ্টেটের জয়েণ্ট মাতোয়ালি মোঃ হুমায়ুন রেজা চৌধুরী দিং

দেং সুরবালা দাসী দিং দাবি ৩২৯ থানা ফরক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ৩।২৫।৫ জমির কাত ৪৸০ আঃ ১৫৲ খং ২২৭

৪৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০।৵৩ মৌজাদি ঐ ৩৸১৫।৪ জমির কাত ২৷৬ আঃ ১০৲ খং ২২৪

৪৫০ খাং ডিঃ ঐ দেঃ দুঃখু ঘোষ দাবি ৪৯৲ থানা ঐ মৌজে সুদনা ৩।৪ জমির কাত ৩।৵০ আঃ ২০৲ খং ৪০

৩৬৫ খাং ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং পতিরাম চৌধুরী দাবি ৩৬৵৯ থানা ফরক্কা মৌজে কলাইডাঙ্গা ৩০ শতকের কাত ৪।৵০ আঃ ২৫৲ খং ৮৪

৪৮৭ খাং ডিঃ অনাদিনাথ চৌধুরী দিং দেং সানুরুদ্দন সেখ দাবি ১২৷৵৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চাঁচণ্ড ৪৫ শতকের কাত ১।৶৬ আঃ ৫৲ খং ১০

৪৫১ খাং ডিঃ সেবাইতগণের পক্ষে ব্রজনাথ রায় কমন ম্যানেজার দেং অশ্বিনীকুমার দত্ত দাবি ৫৬।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৩-৫৫ শতকের কাত ১১৵০ আঃ ৩৫৲ খং ৭

৪৫২ খাং ডিঃ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দেং আমির সেখ দাবি ২০৷৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া ১৬ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১০৲ খং ৫৪৩

৩৭১ খাং ডিঃ রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং হাজি কেফাতুল্লা সরকার দাবি ৪৫।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে দ্বারিকাপাড়া ২-৮৫ শতকের কাত ১৬৫১১ আঃ ২০৲ খং ৪৩

৩৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ইয়াসিন সেখ দাবি ১৫।৬ মৌজাদি ঐ ৮৪ শতকের কাত ৩।৩ আঃ ৫৲ খং ৬০

৩৪৩ খাং ডিঃ গাজি বড় খাঁ সাহেব পীরের মাতোয়ালি মহাম্মদ ইয়াদ হোসেন দেং নাবালক সুকুমার চৌধুরী পক্ষে অলি মাতা পরিমলবাসিনী দেবী দিং দাবি ২৩৷৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ১-১৪ শতকের কাত ৩৷০ আঃ ২৫৲ খং ৫৩৬ রায়ত স্থিতিবান

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাবস্থা

(নাওকা উপর গাড়ী)

প্রার্থী— নামটা মনে রাখবেন।
হৃদয়গোবিন্দ শিকদার।

ভোটার— (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়।
(নেপথ্যে) বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।

নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের একটী দৃশ্য

ক্যানভাসার দল— (১) মনে রাখবেন—যদু বাবু (২) হাঁদু বাবু (৩) সামসুদ্দিন (৪) খোসজান

বিরক্ত ভোটার—পীর চেয়ে খাদিমের উৎপাত বেশী। জান্‌লে আসতাম না।

নির্ব্বাচনের পরাবস্থা

(গাড়ীকা উপর নাও)

তখনকার ভোটার এখনকার দরখাস্তকারী—আমার কথাটা মনে রাখবেন।
তখনকার ভিকারী এখনকার শিকারী—(প্রকাশ্যে) নিশ্চয়
(নেপথ্যে) মাথা চুলকানো দেখেই বুঝেছি তুমি বেটা আমাকে ভোট দাও নি।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল রেশনিং

সার্কুলার নং ১

১। আপনার পরিবারভুক্ত লোকের সংখ্যা রেশন কার্ডে বেশী লেখান থাকিলে অবিলম্বে ঠিক করিয়া লউন। অন্যথায় ইহা ভারতরক্ষা আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন আমলে অপরাধ।

২। রেশন কার্ড পাওয়ার পর আপনি সপরিবারে অন্যত্র চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কার্ড অত্র আপিসে জমা দিয়া যাইবেন। পরিবারের লোক সংখ্যা কমিয়া গেলে অনতিবিলম্বে কার্ড সংশোধন করিয়া লইয়া যাইবেন।

৩। রেশন আপিসের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য ও প্রত্যেকটি পরিবার ঠিকমত রেশন পাইতেছেন কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য রেশন কমিটী পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রতি কার্ডে মাসিক এক পয়সা হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন ফিঃ ধার্য্য করিয়াছেন। এই ফিঃ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নিজ নিজ রেশন-দোকানে জমা দিবেন। **ইহা অবশ্য দেয়।**

৪। রেশন লইবার সময় দোকানেই ওজন ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন এবং কার্ডে লিখিত নির্দ্দিষ্ট দিনে রেশন লইবেন।

৫। কাহারও কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকিলে লিখিতভাবে নিজ ওয়ার্ড কমিটীর সেক্রেটারী বরাবর অত্র আপিসে জানাইবেন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করিয়া আপনি রেশন কমিটীকে সাহায্য করুন।

আর, কে, রায়
সেক্রেটারী।
২৬।৭।৪৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র-দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)